যুগান্তর

তারিখ 20 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ছাত্রদল ক্যাডারদের রাতভর হামলায় রুয়েটে ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত

যুগান্তর

ব্যাপক ভাংচুর : পরীক্ষা স্থগিত

রাজশাহী ব্যুরো/রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শহীদ লেফটেন্যান্ট সেলিম হলে বুধবার রাতভর ছাত্রদল ক্যাডারদের দফায় দফায় হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে।

এ ঘটনায় রুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় আবারও বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সংঘর্ষে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় আহতদের মধ্যে আল আমিন, হাসিব, শাকির, রাসেল ও নাজমুলসহ ১০ ছাত্রলীগ নেতাকে সংকটাপন্ন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মতিহার থানা পুলিশ ছাত্রদল ও

আহত : কর্মী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে।

রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগ ও রুয়েট ছাত্রলীগের নেতারা এ ঘটনার জন্য রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা মফিজ উদ্দিনকে দায়ী করেছেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা মফিজ উদ্দিনের অপসারণ, দোষীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ছয় দফা দাবি পেশ করেছেন। দাবি না মানা হলে ২৪ জুন থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন, রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ও সেলিম হলের প্রাধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল মফিজের নির্দেশ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদল ক্যাডাররা রাতের অন্ধকারে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২৩ জুন অনুষ্ঠিতব্য রুয়েটের সব সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে এ নিয়ে এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য রুয়েট ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মতিহার থানা পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে টিভি দেখাকে কেন্দ্র করে রুয়েট পাখা ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রদলের কর্মী ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সোহাগ, যন্ত্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সৃজন, তড়িৎ কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছোটন ও বাপ্পির তর্ক-বিতর্ক হয়। ওই রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ঘটনার মীমাংসা করে দেয়।

এরপরও ছাত্রদল কর্মী আহমেদ, লালন, রনি, শরীফ, ছোটন, সৃজন, এমদাদ ও বাপ্পির নেতৃত্বে ১৫/২০ জন কর্মী বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে সেলিম হলের ১২১, ১২০, ১৬১, ১৩৮, ১৩৯, ২০৭, ২২৭, ২২৮, ২৩২ (ক), ৩৪৭, ৩৪৬ নম্বর রুম, পেপার রুম, ডাইনিং রুম, নোটিশ বোর্ডে হামলা চালায়, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এসময় হলের ছাত্রলীগ কর্মী আল-আমিন, নাজমুল ইসলাম, হাসিব, জর্জ, সাকির, মিল্টন, রাকিব, রনি, শামীম, ইপি, রুবেল, তুহিন, রেজা, আরিফকে হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায় ছাত্রদল কর্মীরা। এদের মধ্যে আল আমিনের মাথায় হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করায় তার মাথায় ১০টি সেলাই দিতে হয়েছে। এছাড়া নাজমুল ও হাসিবের অবস্থা আশংকাজনক বলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে।